তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

০৩ 2002

রাত ১২টার ঘটনা, মামলা হয়েছে পৌনে ১১টায়

□ শামসুন্নাহার হল □ বাদির অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সংশয় □ ৯ পুলিশের সাক্ষ্য

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় মামলার বাদির অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সোমবার বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে পুলিশের সাক্ষ্য অনুযায়ী রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে হত্যা চেষ্টা, ভাঙচুর ও চুরি মামলা করা হয়েছে। বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রী শান্তা তার সাক্ষ্যে বলেছে, রাত ১২টায় আন্দোলনরত ছাত্রীরা আমাদের কর্মীদের মারধর, ভাঙচুর, টাকা-পয়সা, কাপড় ও গহনা লুটপাট করে। এটি ঘটনা ঘটার পূর্বেই মামলা করা নিয়ে এটি সাজানো কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গতকালের ৮ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ৯ জন পুলিশ সাক্ষ্য দিয়েছে। পুলিশ বলেছে, তারা হলে প্রবেশ করেছে। ২৩শে জুলাই রাত সাড়ে ১১টায়। রমনা থানার ওসি লুৎফর রহমান, পেট্রল ইন্সপেক্টর হামিদুর রহমান, ইমারজেন্সি অফিসার আ. সাত্তার ও এসআই রোকেয়া বেগম ১০ জন কনস্টেবল নিয়ে হলের ভেতরে প্রবেশ করে। রমনা থানার ওসি লুৎফর রহমান বলেছেন, আমরা ২৩৫ নম্বর কক্ষে গিয়ে দেখি ছাত্রদল নেত্রী লুসি, শান্তা মোবাইল ফোনে সহকারী প্রক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

আজ অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জহুরুল হক ও এডিসি আ. রহিম সাক্ষ্য দেবেন বলে কমিশন সূত্রে জানা যায়। কমিশন আরও ১৫ দিন সময় বাড়ানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে।

২৩শে জুলাই রাতে রমনা থানায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা এসআই তোফাজ্জল তার সাক্ষ্যে বলেছেন, রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আমি মামলা রেকর্ড করি। এর আগে এসআই আ. সাত্তার মামলার এজাহার নিয়ে আসেন। আ. সাত্তার বলেছেন, শামসুন্নাহার হলের এক ছাত্রী ২৩৫ নম্বর কক্ষে ভাঙচুর, মারধর ও চুরির লিখিত অভিযোগ আমার কাছে দেয়। রাত ১০টায় এজাহার নিয়ে আমি রমনা থানায় যাই। অথচ রোববার কমিশনের কাছে লিখিত সাক্ষ্যে আলোচিত ছাত্রদল হল সাধারণ সম্পাদিকা শান্তা বলেছেন, ১২টায় আন্দোলনরত ছাত্রীরা ২/৩ ছাত্রদল কর্মীকে মারধর ও লুটপাট চালায়। এ ঘটনায় মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টা ২০ মিনিটে সহকারী কমিশনার (এসি) মোর্শেদ সাক্ষ্য দিতে কমিশনে ঢোকেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টা সাক্ষ্যশেষে বেরিয়ে আসলে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওপরের নির্দেশ আছে এ বিষয়ে কিছু না বলার।

ঘটনা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

সোমবার নায়েম ভবনে অস্থায়ী বিচার বিভাগীয় তদন্ত কার্যালয়ে পুলিশের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় — সংবাদ

ঘটনা ঃ হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একথা বলেই তিনি দ্রুত গাড়িতে উঠে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে এসআই তোফাজ্জল, রায়ট ইন্সপেক্টর আনোয়ার, ওসি লুৎফর রহমান, এসআই আ. সাত্তার, এসআই নুরুল হক, এসআই আলাল, এসআই রোকেয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। রমনা থানার ওসি লুৎফর রহমান বলেন, আমি কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহ ১০ জন মহিলা কনস্টেবল নিয়ে ২৩৫ নম্বর কক্ষে যাই। আন্দোলনরত ছাত্রীরা এ সময় আমাদের এই কক্ষে আটকে রাখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা অবরুদ্ধ থাকি। আমরা ইচ্ছা করলে মেয়েদের ধাক্কা মেরে বেরিয়ে আসতে পারতাম; কিন্তু এ ধরনের কোন খারাপ কাজ করিনি। আন্দোলনরত ছাত্রীরা বাইরে ছোট লাঠি, স্কেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাত্রদল নেত্রীদের আম, শসা খাওয়ার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, এগুলো তো দূরের কথা একটু পানিও খেতে পারিনি। রাত ৪টায় বেরিয়ে দেখি বারান্দা ও হলের বাইরে ছাত্রীশূন্য। নিচে পুলিশি ধরপাকড়ের পর সব ফাঁকা হয়ে যায়। কারা ধরপাকড় করে জবাবে তিনি বলেন, মহিলা পুলিশই ধরে কোন পুরুষ পুলিশ ধরেছে কিনা তা আমার জানা নেই। কারণ ঘটনার সময় আমি ২৩৫ নম্বরে অবরুদ্ধ থাকি। তবে রাত ৩ টায় ছাত্রীদের চিৎকার, দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পাই। পরে রাত ৪টায় হল ফাঁকা হলে আমি বেরিয়ে আসি।

এসআই রোকেয়া বলেন, আমি রাত সাড়ে ১১টায় ১০ জন মহিলা পুলিশ নিয়ে ২৩৫ নম্বর কক্ষে যাই। পরে আরও ৫ পুলিশ আমার সঙ্গে যোগ দেয়। সারারাত ধরে আমি এই কক্ষে প্রোটেকশন দেই। কোন পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে কিনা এ প্রশ্নেরই জবাবে তিনি বলেন, আমি কোন পুরুষ পুলিশ ঢুকতে দেখিনি। তবে এ কক্ষের আশপাশে ছাত্রীরা লাঠি, স্কেল নিয়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। সকাল ৮টায় আমি হল ত্যাগ করি। তবে রাত ৩টায় ছাত্রীদের আর্তনাদ, দৌড়াদৌড়ির শব্দ কানে আসে। মেয়েরা তো সারারাতই উপরে-নিচে ওঠানামা করছিল। রোকেয়া জানান, মোট ৪০ জন মহিলা পুলিশ হলে ঢোকে। এর মধ্যে ১৫ জনই ২৩৫ নম্বরে থাকে। বাকিরা নিচে অবস্থান নেয়। তবে কমিশন সূত্রে জানা যায়, ২৩ জন মহিলা পুলিশ হলে ঢোকে। রায়ট এসআই আলাল বলেন, রাত ২টা ১৪ মিনিটে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের নির্দেশ পেয়ে আমি ইন্সপেক্টর মো. আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে ২টা ৩০ মিনিটে শামসুন্নাহার হলে পৌঁছি। এডিসি আ. রহিমের কাছে আনোয়ার হোসেন রিপোর্ট করেন। এডিসি বলেন, আপনারা গেটের বাইরে অবস্থান নিন। প্রয়োজন পড়লে ডাকব। পরে আমাদের আর ডাকা হয়নি। সকাল ৮টায় আমরা চলে আসি। তবে রাত ৩টায় হলের ভেতর ছাত্রীদের চিৎকার শুনতে পাই। ইন্সপেক্টর আনোয়ার বলেন, ২টা ৩০ মিনিটে হল গেটের পূর্বপাশে আমি ৩০/৩২ জন ফোর্স নিয়ে অবস্থান করি। রাত ৩টায় মেয়েদের চিৎকার শুনতে পাই; কিন্তু ভেতরে কি ঘটেছে না ঘটেছে তা কিছুই বুঝতে পারিনি।

কমিশন সূত্রে জানা যায়, আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, প্রক্টর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। ইতোমধ্যে ৪৮ জন লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। ৭ জন টেলিফোনে বক্তব্য দেয়। সাক্ষ্য দিতে ১৪ জন পুলিশের তালিকা করা হয়েছে। প্রয়োজনে এর বাইরেও সাক্ষ্য নেয়া হবে।